দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 04 JUL 1988 ...
পৃষ্ঠা... ... কলাম... ...

17

হাজী দানেশ কৃষি কলেজ

আবদুল বারী॥

দিনাজপুর ২রা জুলাই।— মেহনতী কৃষকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে ঐতিহাসিক তে-ভাগা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত দিনাজপুরে উচ্চতর কৃষি শিক্ষার প্রসারে চলতি জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কৃষি কলেজ চালু হতে যাচ্ছে।

কলেজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তে-ভাগা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক প্রয়াত কৃষক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশের সংগ্রামী আদর্শ সমুন্নত রাখতে এবং স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই কলেজের নামকরণ করেছেন, হাজী মোহাঃ দানেশ কৃষি কলেজ।

দেশের এ অঞ্চলের জনগণের তিন দশকের, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর একটি আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হতে যাচ্ছে। এটি হবে দেশের উত্তরাঞ্চলে একমাত্র এবং দেশে তৃতীয় কৃষি কলেজ।

দিনাজপুর শহর থেকে মাত্র পাঁচ মাইল উত্তরে দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও সড়কের বাঁশেরহাট ছায়া সুনিবিড় শ্যামল ও নয়নাভিরাম এলাকায় চলতি জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজটির উদ্বোধন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষায়তন (এইটিআই) কে পরবর্তী ধাপে উন্নীত করেই এখানে দেশে তৃতীয় কৃষি কলেজের শুভ সূচনা হবে।

সরকারী সূত্রে জানা গেছে, ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষি শিক্ষা এবং গবেষণা কর্মসূচীর জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে দিনাজপুরের বাঁশেরহাটে একটি কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রকল্প অনুমোদন করে। প্রকল্পের অনুমোদিত রূপরেখার দুই পর্বে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়। প্রথম পর্বে ১৯৭৯ সাল নাগাদ 'এইটিআই' চালু করা হয়েছে।

চলতি মাসেই চালু হচ্ছে

দ্বিতীয় পর্বের আওতায় 'এইটিআই'কে পূর্ণাঙ্গ কৃষি কলেজে উন্নীত করার পরিকল্পনা এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রকল্পটির চূড়ান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ওপর। সংশ্লিষ্ট সূত্রের মতে সম্পূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হবে ২ হাজার ৭৬৩ দশমিক ১৫ লাখ টাকা। প্রয়োজনবোধে ৫ম বার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির জন্য সংরক্ষিত এক কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। সূত্রটি আরো জানায়, এই প্রকল্পটি এখন সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্প।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হলেও এর কারিকুলাম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিএসসি (এজি) পর্যায়ের এই কলেজের কোর্স মোট ৪ বছর। কলেজে বিভাগ থাকছে ১৩টি। বিভাগ গুলো হলো যথাক্রমে—এগ্রো ক্যামিস্ট্রি, এগ্রো এক্সটেনশান এগ্রোনমী, সয়েল সায়েন্স, হর্টিকালচার, প্লান্ট বিড়িং, ক্রপ বোটানী, প্ল্যান্ট প্যাথলোজী, এনিমেল হাসবেন্ডারী, এন্টোমোলজী, জুয়োলজী, এগ্রিইকোনমী এবং ফার্ম মেকানিক্স-স্ট্যাটেস্টিক্স ও মেথামেটিক্স।

প্রথম বর্ষে মোট একশ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। তবে ২০ শতাংশ আসন ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। চতুর্থ বর্ষে ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা দাঁড়াবে চারশ। বর্তমান যেসব ভবন নিয়ে কলেজ শুরু হতে যাচ্ছে তাতে প্রথম দু'বছর পর্যন্ত ক্লাশ ভবন ছাত্রাবাস বিজ্ঞানাগার ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানাভাব হবে না বলেই সংশ্লিষ্ট সূত্রের অভিমত।

এছাড়া ভবন সম্প্রসারণ তথা মাঠ পর্যায়ে গবেষণার মত পর্যাপ্ত জমি ইতিমধ্যেই সরকারী ভাবে হুকুম দখল করা হয়েছে। জানা গেছে, হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্রছাত্রী ভর্তির কাজ শিগগীর শুরু হবে।

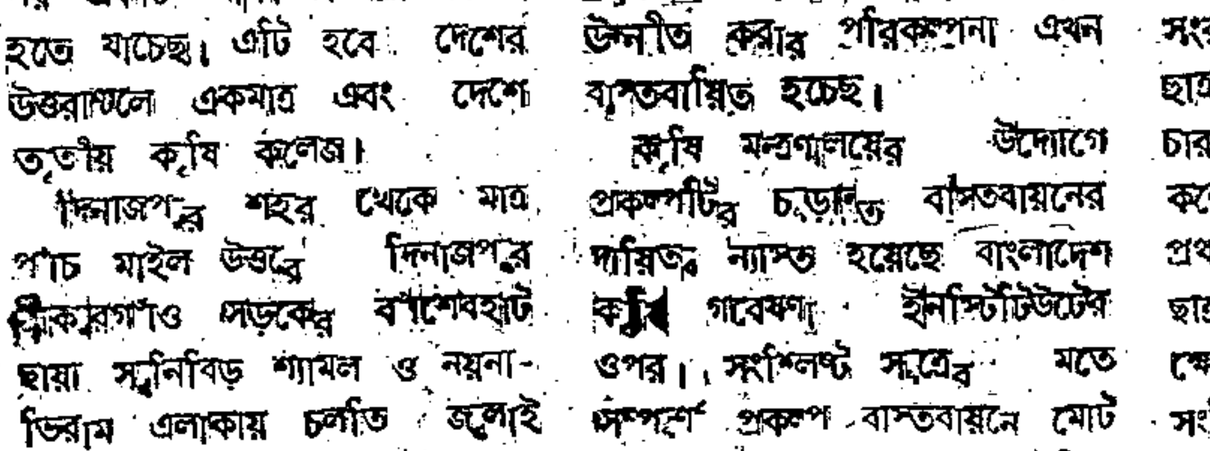

দিনাজপুরে হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ ভবন ও ছাত্রাবা